ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume- I, Issue- IV, March, 2025, Page No. 923-928
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.04W.085

জ্যোতির্ময়ী দেবীর ‘এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা’ ও দেশভাগ- একটি পর্যালোচনা

অরুনিমা রায় চৌধুরী, *সহযোগী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, বিদ্যানগর কলেজ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*
পার্থ প্রতিম সেন, *সহযোগী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, বিদ্যানগর কলেজ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 08.03.2025; Send for Revised: 11.03.2025; Revised Received: 30.03.2025; Accepted: 31.03.2025; Available online: 31.03.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The Partition of India in 1947 has been a historical event embedded in the minds of all Indians. A large number of people were rendered destitute and became disoriented, having to lose their homes and hearths forever. This partition became a heart-wrenching saga of the uprooted people which is some thing unprecedented in the history of humankind and therefore has been a subject of interest for historians and researchers. Jyotirmoyee Devi, in her novel Epar Ganga Opar Ganga, portrays the trauma of partition. The way she has done so is unparalleled in the field of Bengali literature. She has portrayed the increase in agony and humiliation of the female mind as a result of the partition in a very vivid way. Our research aims to answer the following questions from this novel by Jyotirmoyee Devi: Firstly, how does the female body get wrapped in the fake attire of sanctitude, thereby losing acceptability in society, and is nearly ostracized? Secondly, how did Jyotirmoyee Devi, through the character Sutara Dutta, portray that the female body becomes a ground for the exhibition of power and thereby becomes a symbol of gender-based violence in post-independent India?

Key Words– *Partition, Riots, Communal- violence, societal mores, Empowerment, Epar Ganga Opar Ganga.*

১৯৪৭ এর বিভাজিত ভারতবর্ষ। বিভাজনের ইতিহাস সকল ভারতীয়ের কাছে পরিজ্ঞাত এক ঐতিহাসিক পর্যায়। বিভাজনের ফলে এক বিশাল সংখ্যক মানুষ ভূমিহারা হয়ে পরে। এই বিশাল সংখ্যক মানুষের দিশেহারা হয়ে ভিটেমাটি চিরকালের মতো পরিত্যাগ করে আসার মতো বেদনাদায়ক ঘটনা পৃথিবীর ইতিহাসে প্রায় দুর্লভ। দেশভাগজনিত ঘটনা ইতিহাস চর্চা ও গবেষণার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ‘এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা’ উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে জ্যোতির্ময়ী দেবী দেশভাগ এর যে যন্ত্রণা ফুটিয়ে তুলেছেন তা তুলনাহীন । বিশেষত তাঁর উপন্যাসের মধ্য দিয়ে তিনি নারীমনের যে যন্ত্রণা এবং লাঞ্ছনা যা কিনা দেশভাগ এর ফলে এ বহুগুণ বৃদ্ধি হয়েছিল তা ফুটিয়ে তুলেছেন। আমাদের গবেষণা মূলক নিবন্ধের উদ্দেশ্য কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর খোঁজা-

১. জ্যোতির্ময়ী দেবীর লেখনীর মাধ্যমে কি ভাবে নারীদেহকে পবিত্রতার মোড়কে বেঁধে তাকে সমাজ থেকে চ্যুত করার চেষ্টা হচ্ছে।
২. মূল নারী চরিত্র সুতারা দত্ত, কিভাবে নারী দেহকে ক্ষমতা প্রর্শনের ক্ষেত্র হিসেবে স্বাধীনতা উত্তর ভারতবর্ষে লিঙ্গ ভিত্তিক সহিংষতার প্রতীক হয়ে উঠেছে ।

১৯৪৭ এ ভারত বিভাজন হয় তার কারণ, মূলত ধর্মীয় হলেও বিভাজন প্রক্রিয়াটি ছিল রাজনৈতিক। ঐতিহাসিক শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেন যে, এশিয়ার ইতিহাস চর্চায় দেশভাগ বা 'পার্টিশন' একটি অত্যন্ত' বিতর্কিত বিষয়'।[১] কিন্তু এর প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করতে গেলে দেখা যায় যে ১৬ই অগাস্ট ১৯৪৬ নজিরবিহীন দাঙ্গার ফলে 'গোটা ভারতের প্রেক্ষাপট অতি দ্রুত পাল্টাতে থাকে'।[২] ১৯৪৬এ মুসলিম লীগের 'প্রতক্ষ্য সংগ্রাম দিবস' এর ডাকের ফলে কলকাতায় শুরু হয় সাম্প্রদায়িক হিংসা। প্রথমে একতরফা হিন্দু হত্যা এবং পরে মুসলমান হত্যা হতে থাকে। কলকাতার দাঙ্গা শুরুর দিনের স্মৃতি তার 'অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে' লিখে গেছেন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানও। তিনি লিখছেন, 'কলকাতা শহরে শুধু মরা মানুষের লাশ বিক্ষিপ্তভাবে পড়ে আছে। মহল্লার পর মহল্লা আগুনে পুড়ে গিয়েছে। এক ভয়াবহ দৃশ্য। মানুষ মানুষকে এইভাবে হত্যা করতে পারে, চিন্তা করতেও ভয় হয়!' অসমাপ্ত আত্মজীবনীর ৬৬ পাতায় লিখেছেন শেখ মুজিব।[৩]

১৬-১৭ ই অগাস্ট কলকাতায় দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে এবং অক্টোবর মাস নাগাদ পূর্ববঙ্গের নোয়াখালীতে দাঙ্গা শুরু হয়। দাঙ্গার ফলস্বরূপ মৃত্যু হয় হাজার হাজার মানুষের। এই দাঙ্গার প্রেক্ষাপটে লেখা কাহিনির মূল চরিত্র সুতারা একদিন অনাথ হয়ে পড়ে। তার ওপর শারীরিক নির্যাতন হয়। যেহেতু দেশভাগ বা পার্টিশন নামক বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে দুটি ধর্মের সাথে জড়িত, সেহেতু এই প্রক্রিয়টির সাথে জড়িয়ে আছে হিন্দু এবং মুসলিম সামাজিক সত্ত্বার জটিল মিথস্ক্রিয়া। সুতারা তার অত্যন্ত পরিচিত মুসলমান পরিবারে আশ্রয় পাওয়ার পরে প্রাণ সংশয় থেকে নিস্কৃতি পেলেও সুতারার আশ্রয়দাতা এবং তার নিজের রক্তের সম্পর্কের আত্মীয়দের মনের অন্তরে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব রয়েই যায়। আশ্রয়দাতা তামিজুদ্দিন হিন্দুর মেয়ে সুতারাকে অচেনা 'রিলিফ পার্টির' হাতে ছাড়তে পারছেন না, অথচ কাছে রাখলে তাঁর ওপর হিন্দু মেয়েকে ধর্মান্তকরণের আরোপ লাগার উপক্রম হচ্ছে। অন্যদিকে, সুতারার দাদা সনৎ এর বোনকে ফিরিয়ে আনার চার দেখা যাচ্ছে না। হিন্দু সমাজে নানা কথা উঠবে এই আশঙ্কায় সনৎরা বোনের খোঁজ পেয়েই ক্ষান্ত থাকছে। এ যেন এক উভয় সংকট অবস্থা।

কলকাতার রেশ বাঙলার জেলাগুলিতে ছড়িয়ে পড়তে বেশি সময় লাগেনি। মনে রাখতে হবে যে হিন্দু ও মুসলমান সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা কোনো নতুন সমস্যা নয়। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পরপরই দেখা গিয়েছিল যে, হিন্দু এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্রমশ বাড়তে থাকা চাপা উত্তেজনা একপ্রকার সাম্প্রদায়িক শত্রুতাতে পরিণত হয়ে পড়ে। এর মূলে দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে বাড়তে থাকা অর্থনৈতিক বৈষম্য, হিন্দু জমিদারদের দ্বারা মুসলমান প্রজাদের প্রতি বঞ্চনা এবং তার ফল স্বরূপ প্ররোচনা সাম্প্রদায়িকতাকে এক ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া হয়।[৪] অতএব, তখনকার মতো বঙ্গভঙ্গ রদ হয়ে গেলেও বাংলার মাটিতে হিন্দু এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে ফাটল ধরার প্রক্রিয়া তখন থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছিল। তাই, যখন সুতারার পৈতৃক ভিটা আক্রান্ত হয় তখন ছোট থেকে পরিবারে বড় হয়ে ওঠা দুই ভৃত্য- রহিম ও করিম, সুতারার মা এবং দিদিকে আক্রমণকারী মুসলিম মারমুখী জনতার হাতে অনায়াসে ছেড়ে দেয়। 'এপার গঙ্গা ওপর গঙ্গা' উপন্যাস এর মূল আখ্যান হলো দেশভাগ জনিত অগণিত নরনারীর মৃত্যু, লাঞ্ছনা, অবমাননা। সেই অবমাননার অসামান্য চিত্র ফুটে উঠেছে মূল চরিত্র সুতরার মাধ্যমে আর ফুটে উঠেছে অগণিত নারীর লাঞ্ছনা ও ভন্ড সামাজিক রীতিনীতি।

সেই কারণে বলা বোধহয় সঙ্গত যে ধর্মের কারণে দেশভাগের যে সমস্যা তা আজ ও দূর হয় নি। গোপাল কৃষ্ণা এই প্রসঙ্গে বলছেন যে, দেশভাগের মাধ্যমে যে সাম্প্রদায়িক সমস্যার উৎপত্তি হয়েছিল তার কিছুটা নিষ্পত্তি হয়েছিল ঠিকই কিন্তু এটি সর্বত সমাধান ছিল না কারণ, বাকি ভারতবর্ষ ছিল বহুত্ববাদী ও ধর্মনিরপেক্ষ। তাই কেবলমাত্র আংশিক সমাধান ঘটেছিলো।[৫]

একদিকে যদি ধর্মকে কেন্দ্র করে এই মহা বিবাদ অন্য দিকে এই বিবাদের শিকার হয়ে অগণিত নারী পুরুষ ও শিশু। জ্যোতির্ময়ী দেবীর 'এপার গঙ্গা ওপর গঙ্গা' দেশভাগ জনিত সাহিত্যের এক অসামান্য অবদান। ওনার রচনার মধ্যে দিয়ে একদিকে যেমন ধর্মীয় বিবাদ এর ফলস্বরূপ যে দেশভাগের চিত্র ফুটে উঠেছে তেমনি ফুটে উঠেছে মূল চরিত্র সুতারার মাধ্যমে স্বাধীনতা উত্তর অগণিত নারীর লাঞ্ছনা ও ভন্ড সামাজিক রীতিনীতি। সুতারার জীবনের গতি তাকে অনাথ অবস্থা থেকে পরাশ্রয়ে এবং প্রায় একঘরে থাকার পরিস্থিতি থেকে উত্তীর্ণ করে। এমন এক অবস্থায় যেখানে সুতারা নিজের কণ্ঠস্বর ও নিজস্বতা কে খুঁজে পায়। ঘটে তার আত্মউন্মোচন। এই আত্ম উন্মোচন আসে অনেক যন্ত্রণা ও সাধনার মাধ্যমে। বিদ্যাচর্চার অধিকার সে পায় কিন্তু তথাকথিত সামাজিক রীতিনীতির বেড়াজাল

থেকে মুক্তি পায় না। এমন কি সে যখন দিল্লিতে অবস্থিত এবং যাজ্ঞসেনী কলেজ এর অধ্যাপিকা হিসেবে কর্মরত, তখনও অব্দি তার অভিশপ্ত এবং অকারণ জর্জরিত মেয়েবেলা থেকে মুক্তি পায় না। কিন্তু উনিশ শতকের শেষার্ধ থেকেই নারী মুক্তি এবং নারী চেতনার সূচনা ঘটেছিল যার ফলস্বরূপ নারী কণ্ঠস্বরের খুব বেশি না হলেও তার স্পন্দন শুরু হয়েছিল। সোমা ভদ্র রায় তার গবেষণা মূলক নিবন্ধ 'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা: নারী মুক্তির রূপান্তর'- এ বলেছেন, 'পুরুষের নির্ধারিত বিধানের ঘেরা টোপকে তেমন ভাবে অগ্রাহ্য পারলেও পুঞ্জীভূত একটি ক্ষোভ ভিতরে ভিতরে বিস্ফোরণের সম্ভাবনা জাগিয়ে তুলেছিল'।[৬]

জ্যোতির্ময়ী দেবী তাঁর গল্পের পরতে পরতে কোথাও এই সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বের মধ্যে একটি সম্বাদ বা synthesis খোঁজার চেষ্টা করেছেন। প্রথমে যখন সুতারা তার দাদাদের গলার কাঁটা হয়ে ওঠে, তখন দেখা যাচ্ছে যে তারা তাদের বোনকে একটি খৃষ্টান মিশনারি পরিচালিত হোম বা হস্টেলে ভর্তি করে দিতে দ্বিধা বোধ করছেন না। হিন্দু বাড়ির রক্ষণশীলতা এবং মুসলিম পরিবারে কাটানোর কলুষতাকে অনেকটাই যেন নিষ্ক্রিয় করছে, মা মেরির কোলে যীশুর ভজনা।

গল্পের শেষে, যখন প্রমোদ, সুতারাকে একপ্রকার বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে তাকে অপেক্ষা করতে বলে বিদেশে চলে যায়, পাঠকের কাছে জ্যোতির্ময়ী দেবী একটি বার্তা দেন, আর সেটি হলো এই যে একমাত্র আধুনিক উদারপন্থী শিক্ষাই এই ভন্ড রক্ষণশীলতা এবং স্বল্প দৃষ্টিজনিত মানসিকতাকে কলুষমুক্ত করতে পারে।

তাই সুতারার মধ্য দিয়ে জ্যোতির্ময়ী ভাবতে শিখছেন, 'মানুষে মানুষে জমাট, আবার বিস্তৃত যে সমষ্টি বা সমাজ বন্ধন, আবার কত নির্লিপ্ত যার মাঝে একটি অবাঞ্ছিত কারোর আর জায়গা হয় না, জায়গা হবে না' ।[৭]

জ্যোতির্ময়ী দেবী সুতারার মধ্যে অনুভব করেছেন যে, যেকোনো সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় নারীর কোনো মর্যাদা থাকে না। অবলীলায় তা হরণ করা যায়। সেই কারণেই আজিজ চরিত্রের মা বলছেন 'ওরা তো নেয় না, এমন মেয়ে নেবে তো?' [৮]

সুতরার মধ্যে দিয়ে জ্যোতির্ময়ী দেবী বারবার ভাগাভাগি করে দেশের স্বাধীনতা কেন, এই প্রশ্ন করতে চেয়েছেন। এই রক্তাক্ত স্বধীনতা যেখানে সাধারণ জনমানস বিপর্যস্ত হয় এমন স্বাধীনতা তো সুতারা চায়নি। তা চায়নি বহু দেশ হারানো স্বজন হারানো মানুষ। সুতারা কলকাতায় আসার পূর্বে যে মুসলমান পরিবার এর আশ্রয়ে ছিল তারা বুঝেছিলেন যে সুতারার পরিবার সুতারাকে কেবলমাত্র মুসলমানের বাড়িতে থাকার কারণে গ্রহণ করবে না। জ্যোতির্ময়ী দেবী তার রচনার মাধ্যমে যেন সুতারার মতো লাঞ্ছিত নারীদের চিত্রই তুলে ধরতে চেয়েছেন। তাই তার উপন্যাস কে উৎসর্গ করেছেন 'সকল দেশের অপমানিত লাঞ্ছিতা নারীদের উদ্দেশ্যে'। [৯]

'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা'তে তাই বার বার উঠে এসেছে সুতারার গৃহত্যাগ, দেশত্যাগ ও ছিন্নমূল এর কথা- নোয়াখালী থেকে কলকাতা, কলকাতা থেকে দিল্লি। এই যে সুতারার ক্রমান্বয়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় অস্থায়ী ঠিকানা সুতরার অন্তরকে বিদ্ধ করেছে ঘটিয়েছে পরিবর্তন। 'স্ত্রী পর্বে'র মাধ্যমে জ্যোতির্ময়ী দেবী দেখিয়েছেন কর্মসূত্রে সুতারাকে কলকাতা ছেড়ে দিল্লি চলে আসতে হয়। এখানে এসেও সুতারা লক্ষ্য করে দেশভাগ এর ফলস্বরূপ উৎপাটিত জনসাধারণ। জ্যোতির্ময়ী দেবী লিখছেন তাঁর 'স্ত্রী পর্বে'- 'স্বাধীনতার পর এসে পড়েছে পাঞ্জাবি উদ্বাস্তুর দল আরকিছু সিন্ধি মানুষ। দু লক্ষ হিন্দু মুসলমানের মিশ্র আর এ অমিশ্র সভ্যতা ভাষাতেই মিলে গেছে লক্ষ্য পাঞ্জাবির ভাষা সভ্যতা রীতি-নীতির জীবনযাত্রার ধরণ'। [১০]

জ্ঞানেন্দ্র পাণ্ডে বলছেন যে, হিংসা যেখানে শুরু হয়, সেখানে সমাজ বা 'কমিউনিটি' র ঘেরাটোপ শেষ হয়। অর্থাৎ হিংসা বা বিদ্বেষ (ভায়োলেন্স) ঘটতে পারে কেবলমাত্র কমিউনিটির সীমানার বাইরে। তাই পাণ্ডের মতে, যা কিছু কমিউনিটির মধ্যে ঘটছে তাকেই হিংসা আখ্যা দেওয়া যায় না।[১১] শুভরঞ্জন দাসগুপ্ত ও বলতে চাইছেন যে হিংসা বা ভায়োলেন্স সবসময় 'out there' অর্থাৎ বাইরে, তা কখনোই আমাদের মধ্যে থাকে না। অথচ এখানে দেখা যাচ্ছে যে, সুতারা তার নিজের ঘরে এবং নিজের সমাজে থেকেও হিংসার শিকার হচ্ছে। যাদের কাছ থেকে তার সুরক্ষা পাওয়ার কথা, তাদের কাছ থেকেও বঞ্চনা এবং অবহেলা পাচ্ছে যেটি একপ্রকার হিংসারই সামিল। অতএব নারী এখানে অরক্ষিত (vulnerable)।

সকিনার মাকে বলতে শোনা যায়- 'তোমাদের দেশভাগ চাই, ঝগড়া করবে কর। আমাদের মেয়েদের মান-ইজ্জত- শরীর নিয়ে এ লাঞ্ছনা কেন? এই কি তোমাদের ধর্মে বলে? কোরাণে আছে? তোমরা এতো সব শিক্ষিত-গাঁয়ের উকিল মোক্তার মাস্টার- কেউ কারো কে কিছু বলছো না কেন?'[i] কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই জাগরণ ও অভিমান কিন্তু আর এক হিন্দু মায়ের নেই। যেখানে সুতরার দাদার শাশুড়িমা, যার অবস্থান কলকাতাতেই তিনি সুতারাকে রুটি বেলতে দেখে বলে উঠেছিলেন'- এতদিন ধরে মুসলমানের ঘরে পড়েছিল এক আধদিন নয়, ছমাসের ওপর। তাতে কি আর মেয়ে মানুষের জাত-জন্ম থাকে'।[i i] সকিনার মায়ের কথাই যেন ধ্বনিত হয় পশ্চিম প্রান্তের আর এক উদ্বাস্তুর মধ্যে যেখানে লেখিকাদ্বয় রিতু মেনন ও কমলা ভাসিন কে তিনি বলেছেন- যে একজন নারীর কোনো ধর্ম নেই... নারীত্বই তার একমাত্র ধর্ম। তিনি সৃষ্টি করেন, তিনিই ভগবান, তিনিই মা... তাই মায়ের কোনো ধর্ম থাকে না হিন্দু, মুসলিম, শিখ বা খ্রিষ্টান।[i i i] তাই জয়দীপ সরকার বলছেন যে, জ্যোতির্ময়ী দেবী সুতারাকে 'নারীই- যেন- জাতি' (woman-as-nation) এই দৃষ্টান্তের তৈরি করতে চেয়েছেন। যেখানে সুতারার দৈহিক পবিত্রতার বিষয়টি তার সব রকমের দুঃখ ও লাঞ্ছনার (misery) কারণ হয় উঠেছে। সেখানে অন্য নারীরা (এ ক্ষেত্রে বিভার মা) সুতারার মতো নারীদের নিয়ন্ত্রক এর ভূমিকা নিচ্ছেন।[i v]

সুতারা যখন কলকাতা থেকে এবং তার পিতৃতান্ত্রিক আবহ থেকে বের হতে পারল, ও এক নতুন অর্থনৈতিক স্বাধীনতাই প্রবেশ করতে সক্ষম হয় তখন তার সাথে সখ্যতা গড়ে ওঠে পশ্চিম পাঞ্জাব থেকে আগত হিন্দু উদ্বাস্তু দের সঙ্গে। এখানে জয়দীপ সরকার সমাজবিজ্ঞানী নিরা ইউভাল ডেভিস ও অন্থিয়াস এর মতো করে বলতে চেয়েছেন যে সুতারার সমাজ এর সঙ্গে নব মেলবন্ধন দেখা যেতে পারে 'সীমানা / জাতীয় গোষ্ঠী গুলির পুনরুৎপাদক হিসেবে; সমষ্টির আদর্শিক পুনরুৎপাদন এবং এর সংস্কৃতির প্রেরণকারী হিসেবে কেন্দ্রীয়ভাবে অংশগ্রহণকারী হিসেবে'। ('as reproducers of the boundaries/ national groups; as participating centrally in the ideological reproduction of the collectivity and as transmitters of its culture..')[v]

সর্বশেষ পর্বে- স্ত্রী পর্বে সুতারা পূর্বজীবনের তুলনায় স্বাধীন। সে ইতিহাস এর অধ্যাপিকা হিসেবে দিল্লির একটি কলেজ এ কর্মরত। তথাপি তার একাকিত্ব কোনোমতেই কেটে যাওয়ার নয়। এই একাধারে শোকাঘাত এবং জয় যেন দেশভাগের দ্বারা ক্ষতবিক্ষত নারীদের চরিত্র বৈশিষ্ট বলে মনে করেন শুভরঞ্জন দাসগুপ্ত। দেশভাগ জনিত দেশত্যাগী নারীরা একদিকে যেমন ধীরে ধীরে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা পেতে আরম্ভ করেছিল, তেমনই অন্যদিকে ক্ষতবিক্ষত হয়েছিল পূর্ব স্মৃতি ও বেদনায়। সেই কারণেই সম্ভবত রিতু মেনন ও কামলা ভাসিন বলছেন যে, এখনো কোনো শান্তি নেই বাইরে কিংবা ভেতরে - সবসময়ে অনিশ্চয়তা ও অস্থিরতা কাজ করে।[v i]

অবশেষে সুতারার জীবনের এই অস্থিরতা মনে করিয়ে দেয় উর্বশী বুতালিয়ার বিখ্যাত গ্রন্থ যেখানে তিনি দময়ন্তী সেহগাল নাম্নী এক নারীর উত্থাপন করেছেন, যিনিও দেশভাগ এর শিকার এবং একই সঙ্গে একাকিত্বের শিকার যা কিনা সুতারা চরিত্রের সঙ্গে ভীষণ ভাবে তুলনীয়। দময়ন্তী ও তার পরিবার থেকে বিতাড়িত এবং তিনিও তাঁর জীবন সমাজসংস্কার এই নিয়োজিত করেছিলেন। এর ফলে কাল্পনিক সুতারা চরিত্রের মতো সামাজিক জীবনে প্রবেশ করতে পারেন এবং নতুন কিছু করার ব্রত নেন যা তাঁর জীবনের মান উন্নয়নে এই সাহায্য করবে।
('From her account of her life, Damyanti was one such woman…she had little or no contact with her immediate family. Nor if she is to be believed, were they particularly interested to know where she was…That very 'rejection by her family, the very real fact of her aloneness, allowed Damyanti to move into the public world and make something out of her life.')[vii] উর্বশী বুতালিয়া বলছেন যে লক্ষ্য লক্ষ্য উৎপাটিত মানুষের মধ্যে অর্ধেক ছিল মহিলা এবং এই বিষয়ে ইতিহাস অনেক খানি নীরব। স্বাধীনতার পর হাজার হাজার লাঞ্ছিত নারীদের উপর একপ্রকার বল প্রয়োগ করে 'তাদের সঠিক ঠিকানায়' (their proper homes) পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। মধ্যবিত্ত নারীদের সমস্যা ছিল এই যে বেশির ভাগ নারীদের বিবাহ হতো না এবং তারা আজীবন অবিবাহিত ও একা থাকতে বাধ্য হত। এমনই এক পরিস্থিতির সম্মুখহীন হয়েছিল মূল চরিত্র সুতারা।[viii]

মানব ইতিহাসের একটি রুঢ় সত্য হল যে জাতিগত সংঘর্ষে নারীরা, 'বৈধ লক্ষ্যবস্তু' হয়ে ওঠে যেখানে তাদের শারিরিক নির্যাতন এবং ধর্ষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে দাঁড়ায়। দেশভাগের সময়ে তার ব্যাতিক্রম ঘটেনি। পরবর্তী

সময়ে পূর্বপাকিস্তানে মুক্তিযুদ্ধের সময় বহু নারীর ধর্ষণ হয়েছে। অতএব, যুদ্ধ, জাতি-সংঘর্ষ বা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় নারীরাই হয়ে ওঠে আক্রোশের প্রধান লক্ষ্য। এটি সর্বজনীন এবং প্রায় স্বাভাবিক। শুধুমাত্র ভারত উপমহাদেশ নয়, আফ্রিকার রাওয়ান্ডা, কঙ্গো বা ইউরোপের বসনিয়াআরক সোভোর জাতি সংঘর্ষ। যেখানেই 'জাতি গত নির্মূল' অভিযান বা Ethnic Cleansing ঘটেছে, সেখানেই নারীদের ওপর প্রধান আক্রমণ নেমে এসেছে। অতএব, পরিশেষে আমরা এটা বলতে পারি যে গঙ্গার দুই পারে যা ১৯৪৭ সালে ঘটেছিল তার পুনরাবৃত্তি ঘটে চলেছে। সুতারা দত্তের কাহিনি কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয় মানব সমাজের তথা কথিত অগ্রগতির অনেক মুল্যের মধ্যে অন্যতম। ছিন্নমুল নারীদের যে তীব্র দহন এবং মানব মনের যে অবক্ষয় যা কিনা স্বাধীনতা উত্তর পর্বে ভারতীয় সমাজ, রাজনীতি ও অর্থনীতিকে গভীর ভাবে প্রভাবিত করেছিল, তারই একটি রূপরেখা দিয়েছেন জ্যোতির্ময়ী দেবী তাঁর উপন্যাস 'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা'র মধ্য দিয়ে।

---

[i] রায় চৌধুরী সুবীর সম্পাদক, জ্যোতির্ময়ী দেবী- এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা, জ্যোতির্ময়ী দেবীর রচনা সংকলন, দে' জ পাবলিশিং, ১৯৯১, পৃ :১০৫

[ii] তদেব, পৃ: ১২০

[iii] Ritu Menon and Kamla Bhasin, *Borders and Boundaries: Women in India's Partition*, New Delhi, Kali for Women 1998 p 243

[iv] Article- 'History versus (Her) Story: A Study of Jyotirmoyee Devi's Epar Ganga Opar Ganga'- Jaydip Sarkar in *Partition Literature and Cinema –A Critical Introduction*, Ed. By Jaydip Sarkar and Rupayan Mukherjee, 2020, p 148

[v] তদেব পৃ ১৪৮-১৪৯

[vi] Menon Ritu and Bhasin Kamla, *Borders and Boundaries: Women in India's Partition*, New Delhi, Kali for Women 1998 p. 219

[vii] Butalia Urvashi, *The Other Side of Silence: Voices from the Partition of India,* Penguin Books India, 1998p. 112

[viii] Butalia Urvashi, Community, State and Gender: On Women's Agency during Partition, Economic and Political Weekly Vol. 28, No. 17 (Apr. 24, 1993), pp. WS12-WS21+WS24 (11pages)https://www.jstor.org/stable/pdf/4399641.pdf?refreqid=fastlydefault%3A856f916e4e5d19365045bb008e64a660&ab_segments=&initiator=recommender&acceptTC=1, Accessed 23.02.25

তথ্যসূত্র:

১। দেবী, জ্যোতির্ময়ী, এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা, জ্যোতির্ময়ী দেবীর রচনা সংকলন, সম্পাদক সুবীর রায় চৌধুরী, দে' জ পাবলিশিং, ১৯৯১

২। বন্দ্যোপাধ্যায়, শেখর, পলাশী থেকে পার্টিশন- আধুনিক ভারতের ইতিহাস, ওরিয়েন্ট লংম্যান ২০০৪ পৃ: ৫৩৬

৩। সরকার, সুমিত, আধুনিক ভারত *১৮৮৫-১৯৪৭*, বাগচী এন্ড কোম্পানি ১৯৯৩, পৃ: ৩৭৩

৪। দা, সুরঞ্জন, বাংলায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা: ১৯০৫-১৯৪৭, কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানি, কলকাতা, ২০২৩, পৃঃ ৫৫-৫৬

৫। কলকাতায় ১৯৪৬ এর দাঙ্গার দিনেই কেন পশ্চিমবঙ্গে 'খেলা হবে দিবস': প্রশ্ন হিন্দু সন্ন্যাসীদের, অমিতাভ ভট্টশালী, বিবিসি বাংলা, ১৩ই আগস্ট, ২০২১ https://www.google.com/amp/s/www.bbc.com/bengali/news-58192226.amp , Accessed on 12.1.2025

৬। ভদ্র রায়, সোমা, এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা: নারী মক্তির রূপান্তর- Retrieve from: https://www.srishtisandhan.com/Srishtisandhan/magazine/content/ttst03pnarimukti.pdf) Accessed on 12.02.25

৭। Butalia Urvashi, The Other Side of Silence: Voices from the Partition of India, Penguin Books India, 1998

৮। Menon, Ritu and Kamla Bhasin, Borders and Boundaries: Women in India's Partition, New Delhi, Kali for Women'1998

৯। Sarkar Jaydip and Mukherjee Rupayan ed. Article- 'History versus (Her) Story: A Study of Jyotirmoyee Devi's Epar Ganga Opar Ganga'- Jaydip Sarkar in Partition Literature and Cinema –A Critical Introduction, Ed. By Routledge,2020

১০। Article- 'Communal Violence in India: A Study of Communal Disturbance in Delhi' Author(s): Gopal Krishna Source: Economic and Political Weekly , Jan. 12, 1985, Vol. 20, No. 2 (Jan. 12, 1985), pp. 61-74 Published by: Economic and Political Weekly Stable URL: https://www.jstor.org/stable/4373961)

১১। Pandey, G.1997. 'Community and Violence – Reading Partition' in Economic and Political Weekly, August 9, 1997, P 2037 from OCCASIONAL PAPER 2 EPAR GANGA OPAR GANGA — A CREATIVE STATEMENT ON DISPLACEMENT AND VIOLENCE Subhoranjan Dasgupta July 2004, pp 1-20, https://idsk.edu.in/wp-content/uploads/2015/07/OP-2.pdf, Accessed 13.02.25

১২। Article-'Community, State and Gender: On Women's Agency during Partition'- Urvashi Butalia Economic and Political Weekly Vol. 28, No. 17 (Apr. 24, 1993), pp. WS12-WS21+WS24 (11 pages) https://www.jstor.org/stable/pdf/4399641.pdf?refreqid=fastly-default%3A856f916e4e5d19365045bb008e64a660&ab_segments=&initiator=recommender&acceptTC=1, Accessed 23.02.25